দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 11 JUN 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৫

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বই পড়াতে শিক্ষক নিয়ে সংশয়

জাতীয় সেমিনারে বক্তারা

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের জন্য মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বই ২০১৬ সালে শিশুদের হাতে তুলে দিতে সক্ষম হলেও যথাসময়ে সেই বই পড়ানোর জন্য প্রশিক্ষিত শিক্ষক পাওয়া যাবে কি না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী নেতৃবৃন্দ। কারণ বই তৈরির কাজটি শেষ হয়ে এলেও প্রশিক্ষিত শিক্ষক নিয়োগ দেয়ার ব্যাপারে এখনো পর্যন্ত কোন উদ্যোগ দৃশ্যমান নয়।

গতকাল বুধবার সকালে রাজধানীর ডেইলি স্টার ভবনের আজিমুর রহমান মিলনায়তনে 'আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুকরণঃ বর্তমান প্রেক্ষিত ও করণীয়' শীর্ষক জাতীয় সেমিনারে বক্তারা এসব কথা বলেন। বেসরকারি সংগঠন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরাম ও কাপেং ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এ সেমিনারের আয়োজন করে।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নারায়ণ চন্দ্র পাল বলেন, ২০১৬ সালের মধ্যে আদিবাসী শিশুদের হাতে মাতৃভাষার বই হাতে তুলে দিতে পারবো। তিনি বলেন, বাজেট কোন সমস্যা নয়; তবে প্রথম শ্রেণির জন্য বই লেখার কাজটি দ্রুত শুরু করে তা শেষ করতে পারলে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী শিশুদের ধীরে ধীরে মূল ধারায় আনা সম্ভব হবে।

বক্তারা বলেন, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর পৃথক পাঁচটি ভাষায় বই তৈরির কাজ প্রায় শেষ। এখন ঐসব বই পড়ানের জন্য প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিক্ষক দরকার। মাতৃভাষায় শিশুদের শিক্ষা দেয়ার জন্য কোন ভাষায় কতজন শিক্ষক লাগবে, তাদের জন্য প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল তৈরিসহ শিক্ষক নিয়োগের কাজটি সরকারিভাবে উদ্যোগ নিয়ে শুরু করতে না পারলে, যথাসময়ে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া সম্ভব হবে না।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন আদিবাসী বিষয়ক সংসদীয় ককাসের সভাপতি ফজলে হোসেন বাদশা এমপি। অতিথি আলোচক ছিলেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. জ্ঞানেন্দ্র নাথ বিশ্বাস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের পরিচালক ডা. শাহীন ইমাম।

সেমিনারে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নারায়ন চন্দ্র পাল, পার্বত্য চট্টগ্রাম মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব প্রিয়জ্যোতি খীসা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ড. সৌরভ সিকদার, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাস, মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর ওয়াসিউর রহমান তন্ময়। আদিবাসী ফোরামের সাধারণ সম্পাদক সঞ্জীব দ্রং-এর সভাপতিত্বে মূল প্রবন্ধ উপস্থান করেন জাবারাং কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মি. মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, স্বাগত বক্তব্য রাখেন পল্লব চাকমা।